بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ মার্চ, ২০২৫ মোতাবেক ০৭ আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বলো), নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে, যেন তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।

রমযান মাস আরম্ভ হতেই মনের মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কেননা এটি বরকত বা কল্যাণের মাস। এ মাসে দোয়া কবুল হয়, এজন্য সাধারণত মানুষ অধিক হারে মসজিদমুখী হয়, মসজিদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়; ফজরের নামাযেও, এশার নামাযেও। সাধারণ দিনগুলোতে ফজর ও মাগরিব, এশার নামাযে ততটা উপস্থিতি হয় না যতটা রমযান মাসে হয়ে থাকে। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, মানুষের মাঝে কমপক্ষে এই দিনগুলোতে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়– আমাদের মসজিদে যাওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করা উচিত। এর একটি ভিত্তি হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি রমযান মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দিই, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করি এবং জান্নাতের দরজা খুলে দিই। এর ফলে মানুষ কেবল এটিই মনে করে যে, কেবল রমযান মাসেই হয়ত ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে আর রমযান মাসে যেসব দোয়া করা হয় এবং ইবাদত করা হয় সেগুলোই আমাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে। অ-আহমদী ইসলামী (টিভি) চ্যানেলগুলো রয়েছে, দেশীয় বিভিন্ন চ্যানেল রয়েছে, সেগুলোতেও এ হাদীসটি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়; অথচ এটি ভুল চিন্তাধারা। আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসে ইবাদতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এজন্য করেছেন যেন তোমরা এটিকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নাও। যদি তা না হয় তাহলে কেবল রমযান মাসের ইবাদত কোনো কাজেই আসবে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, এটি তো তোমরা এক মাসের ইবাদত করেছ, বাকি এগারো মাস কী করেছ? সুতরাং এ ধরনের ভুল ধারণা মানুষের নিজের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া উচিত যে, কেবল রমযান মাসে নামায পড়া ও মসজিদ আবাদ করাই যথেষ্ট। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের তাগিদে ও সওয়াবের নিয়্যতে রমযান মাসে রাতে উঠে নামায পড়ে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর বাণী।

এখন এ ধারণা হতে পারে, যখন মানুষ এসব পুণ্যকে স্থায়ীভাবে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার চেষ্টা করবে ও নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেবে, তাহাজ্জুদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, নফল নামাযের প্রতি মনোযোগী হবে– তখন রমযান মাসে

অধিক মনোযোগ সৃষ্টি হবে। যারা ইবাদতকারী রয়েছে, স্থায়ীভাবে যারা ইবাদত করে, তারা এই চিন্তাচেতনার সাথেই উক্ত কাজ করে। কিন্তু কতক ব্যক্তি মনে করে, কেবল রমযান মাসেই রাতে ঘুম থেকে ওঠা যথেষ্ট। মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে, (তার দ্বারা) ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও অতীব রহমান ও রহীম (অযাচিত অসীম দাতা ও পরম দয়ালু), তিনি ক্ষমাকারীও বটে। তাই তিনি আমাদেরকে এ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, তোমাদের দ্বারা যদি সারা বছরে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তবে এখন নতুন করে এ অঙ্গীকার করো আর এরপর তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করো যে, তোমরা আগামীতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রাপ্য আদায়কারী হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত সমস্ত সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে। সুতরাং একজন মুসলমানের এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, রমযান মাসের ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা এজন্য প্রদান করেছেন যেন তোমাদের মাঝে সততা সৃষ্টি হয় ও তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হও। আর সততা এক মাসের জন্য সৃষ্টি হয় না, বরং (এটি) স্থায়ীরূপে সৃষ্টি করার জিনিস। আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন যে, তিনি স্মরণ করানোর জন্য ও নিজ করুণার বহিঃপ্রকাশের জন্য বারংবার রমযান মাসকে নিয়ে আসেন যেন মানুষ, যারা দিশাহারা হয়ে আছে, তাদের পুনরায় নিজেদের দায়িত্বসমূহ স্মরণ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র অধিকারও স্মরণ হয় আর বান্দার অধিকারও স্মরণ হয়। আর এরপর সে দেখুক, কীভাবে সে আল্লাহ্ তা'লার ও বান্দার অধিকার আদায় করতে পারে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা যখন এটি বলেন যে, سَأَلَكَ عِبَادِيْ অর্থাৎ, যখন আমার বান্দা এ প্রশ্ন করে, তখন আমার বান্দা বলতে এখানে খোদাপ্রেমীদের বুঝাচ্ছেন। এখন কেউ যদি কারো প্রেমিক হয় তখন সে এ কথা তো বলে না যে, বছরের এগারো মাস প্রেমের বহিঃপ্রকাশ করবে না, আর শুধুমাত্র এক মাস প্রেম দেখাবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো বা এক প্রেমিকের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের কাজ হলো, স্থায়ীভাবে সেসব কাজ করার চেষ্টা করা যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন। আর যদি এগারো মাসে ঘাটতি রয়ে গিয়ে থাকে তবে এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে সেগুলো করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুন অথবা ব্যবস্থা নিন যেন এসব ত্রুটি ও ঘাটতি পুনরায় সংঘটিত না হয়। প্রকৃত প্রেমিক তো তার প্রেমাস্পদের সকল কথা মান্য করে। যারা জাগতিক প্রেমাস্পদ রয়েছে, যারা জাগতিক প্রেমে লিপ্ত হয় তাদের মাঝে তো বহুবিধ মন্দ জিনিস থাকে আর তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হবার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা কমপক্ষে কখনো কখনো তাদের দ্বারা লাভবান হওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসায় তো লাভ ব্যতীত আর কিছুই নেই। কেবলমাত্র লাভই রয়েছে, কেননা তিনি সমস্ত কল্যাণের উৎস। তিনি সমস্ত বিপদাপদ থেকে রক্ষাকারী, সমস্ত কষ্ট থেকে পরিত্রাণদাতা। তিনি বলেন, আমার কাছে যাচনা করো; তোমরা দোয়া করো, আমি তোমাদের উত্তরও প্রদান করব। আর যে প্রকৃত প্রেমিক হয়ে থাকে সে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য যাচনা করে। এজন্য আমাদের উচিত আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করি। নিজেদের ইবাদতসমূহে, রমযান মাসের ইবাদতসমূহে শুধুমাত্র নিজেদের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই যেন দোয়া না করি, বরং নিজ প্রেমাস্পদের নৈকট্য অর্জনের জন্যও যেন দোয়া করি। তাঁর নিকট যেন এ দোয়া করি, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে তোমার নৈকট্য দান করো, আমাদেরকে গ্রহণীয় দোয়া করার তৌফিক দান করো, আমাদেরকে (তোমার)

সাক্ষাৎ দান করো, আমাদের রোযাসমূহ কবুল করো। আর যখন এমনটা হবে তখন রোযার পরেও কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হবে না, বরং পুণ্য কাজ করারও সামর্থ্য লাভ হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বারংবার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন, আল্লাহ্‌র হক কী, বান্দার হক কী; তোমরা সেগুলো পালনের চেষ্টা করো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন করীমে সাতশ বিধিনিষেধ রয়েছে। আর রমযান মাসে কুরআন করীম তিলাওয়াতের প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। যখন আমরা তা পাঠ করব তখন সেসব নির্দেশনাও অনুসন্ধান করব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রদান করেছেন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো একস্থানে সাতশ অপেক্ষা অধিক বিধিনিষেধের কথা বলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত এসকল নির্দেশসমূহ যখন আমরা অনুসন্ধান করব তখন (সেগুলো) পালন করারও চেষ্টা করব আর এটিই একজন প্রকৃত প্রেমিকের কাজ, অর্থাৎ তার প্রেমাস্পদের কথা মান্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে যেন তারা হেদায়েত লাভ করে। আর পূর্ণাঙ্গীন ঈমান হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যেন সত্যিকার অর্থে আনুগত্য করা হয়, যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশও রয়েছে যে, ঈমান ও পুণ্যকর্ম এমন বিষয় যেগুলো পাশাপাশি চলে। এজন্য এ আয়াতে এটিও বলা হয়েছে, আমার ডাকে সাড়া দাও। আর সেই ডাক হলো, পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করো, সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করো, পুণ্যকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, ইবাদতের মাধ্যমে দোয়া করো।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে যাবো। যেমনটি অন্যত্র বলেছেন, اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বন্ধু হয়ে যান। আর আল্লাহ্ তা'লার বন্ধুত্ব এবং ঈমান তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে। অতঃপর এই নৈকট্য ক্রমশ নৈকট্য প্রদান করতে থাকবে, এতে উন্নতি সাধিত হতে থাকবে। এই নৈকট্য এমন নয় যে, একস্থানে গিয়ে থেমে যাবে। তিনি দোয়াও শ্রবণ করবেন।

অতএব, আমাদেরকে রমযানে এই মোকাম বা মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের ভেবে দেখা উচিত, এরপর যদি আমরা এই মর্যাদা থেকে পেছনে সরে যাই, আর এসব ইবাদতের দায়িত্ব যদি সেভাবে পালন না করি যেভাবে রমযানে পালন করেছি এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা না করি– তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বন্ধু হবেন? এভাবে তো আল্লাহ্ তা'লা ওলী বা বন্ধু হতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'লাও কিছু শর্ত নিরূপণ করেছেন। দোয়া গৃহীত হবার জন্যও বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে এ কথাই বলেছেন, দাস বা বিনত বান্দা হয়ে থাকতে হবে, তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে, নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করতে হবে, তাঁকেই সকল শক্তির উৎস জ্ঞান করতে হবে আর কোনো পার্থিব খোদা বানানো যাবে না, মিথ্যা উপাস্য বানানো যাবে না। নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অজ্ঞাতসারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষকে নিজের খোদা বানিয়ে বসবে না। অন্যথায় এটি শির্ক বা অংশীবাদিতায় রূপ নেবে। সম্প্রতি জার্মানির 'হিফাযতে খাস'-এর সদস্যরা এসেছিলেন; তারা এই প্রশ্নই করছিলেন, কীভাবে আমরা আমাদের অমুক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারব? আমি তাদেরকে একথাই বলেছি, তোমরা যে কাজই করবে তা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করবে। আর খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাজ করলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টিও এদিকে নিবদ্ধ করে দেবেন। আর তারা তোমাদের কল্যাণ সাধনের উপায় বের করার চেষ্টা করবেন। তোমাদের

প্রতি দয়া ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ যাচনা করো এবং তাঁর আদেশাবলি মেনে চলার চেষ্টা করো।

আমরা হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের উদাহরণ দেই, তিনি কীভাবে একবার মহারানীর দরবারে অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বসে ছিলেন আর বারবার নিজের ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করেন। কর্মকর্তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, (এখন) আমার ইবাদত বা নামাযের সময় হয়েছে আর এই ইবাদতের সময় ঘনিয়ে আসছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ যা পালন করা আমার জন্য আবশ্যক। এজন্য আমি বিচলিত হচ্ছি, এই সময় বিনষ্ট হয়ে না যায়, (এই সময়) পার হয়ে না যায়। তখন তারা (তাঁর ইবাদতের জন্য) ব্যবস্থা করে দেয়। এটি হলো বীরত্ব! আর এটি সেই ঈমানের দাবি যা প্রত্যেক আহমদীর মাঝে থাকা উচিত। আমরা বিভিন্ন উদাহরণ দেই, (কিন্তু) আমাদেরও এই আদর্শ অবলম্বন করা উচিত।

মহানবী (সা.) পুণ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য অগণিত কথা বলেছেন। অসংখ্য হাদীস আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হয়ে এসেছেন আর তা হবার দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করেছেন, তিনিও পুণ্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর (হাতে) বয়আতের শর্তাবলিতে অধিকাংশ শর্তই হলো, হুকূকুল্লাহ্ এবং হুকূকুল ইবাদ (তথা খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার) প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দাও। অতএব, এসব বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর আমরা যখন এগুলো পালন করব তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওলী হবেন, আমাদের বন্ধু হবেন এবং আমাদের দোয়াও শ্রবণ করবেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া শোনেন যারা অধৈর্য হয় না এবং একথা বলে না, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা শোনেনই না। এটা কুফরী আর ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার মতো বিষয়।** একজন মুমিনকে সর্বদা এথেকে মুক্ত থাকা উচিত।

অতএব, এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ আমাকেও লিখে থাকে, আমরা অনেক দোয়া করেছি। প্রথম কথা হলো, (তারা) আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দোয়া করে নি। তারা নিজেদের জাগতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য দোয়া করেছে, আর তখন করেছে যখন তাদের পার্থিব সমস্যাদি দেখা দিয়েছে। যখন শুধুমাত্র পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট যাওয়া হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন কথা কেন শুনবেন? বন্ধু তো তখনই বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করে যখন সাধারণ অবস্থায়ও তার প্রতি বন্ধুত্বের দাবি পূরণ করা হয়, আর তার কথা শোনা হয় এবং তা মান্য করা হয়। তখন তিনি তোমাদের কথাও শুনবেন। কাজেই, আমাদের সর্বদা একথা মনে রাখা উচিত, আমরা যেন কেবল আমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বা নিজেদের জাগতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই আল্লাহ্ তা'লার নিকট না যাই, বরং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর নিকট যাবার চেষ্টা করি। আর আমরা যখন এমনটি করব, তখন (ইনশাআল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়াও গ্রহণ করবেন এবং (দোয়া) শ্রবণ করেও থাকেন আর সাড়াও দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, **"আমি আমার বান্দাদের আহ্বানে সাড়া দেই।"** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি (মূলত) দুই বন্ধুর মধ্যকার বিষয়; কখনো বন্ধু তার বন্ধুর কথা মেনে নেয়, আবার কখনো বন্ধুকে দিয়ে তার নিজের কথা মানিয়ে নেয়। খোদা তা'লাও এমন ব্যবহারই করেন। কিন্তু বাহ্যত খোদা তা'লা যখন কোনো মুমিনের দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন, এটিও

মূলত তার কল্যাণের জন্যই করে থাকেন। এটি হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের সারাংশ। তাই এখন যদি কেউ বলে, আমি দোয়া করেছি; এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, দোয়া শুধুমাত্র তখনই করা হয়েছে যখন তার পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল। ধর্মের জন্য এবং এর উন্নতির জন্য, ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে, খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য কোনো দোয়া করে নি। অতঃপর একজন মুমিন ব্যক্তির দোয়াও অনেক সময় গৃহীত হয় না। তাই তিনি (আ.) বলেছেন, **এটি তো বন্ধুত্বের বিষয়, কখনো মেনে নেন আবার কখনো মানেন না। আর যা মানেন না, তার মাঝেও আল্লাহ্ তা'লা তার বন্ধুর জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা রাখেন।** এমন কিছু বিষয় আছে যা তিনি মানেন না, কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে অন্য উপায়ে পুরস্কৃত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, অর্থাৎ যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ কী? তখন এর উত্তর হলো, আমি খুবই নিকটে আছি। অর্থাৎ বড়ো কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই; আমার অস্তিত্ব খুবই সহজ পন্থায় বুঝা সম্ভব, খুব সহজেই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, প্রমাণ হলো, যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই এবং আমার ইলহাম তথা ঐশীবাণীর মাধ্যমে তার সফলতার সুসংবাদ দেই, যার ফলে শুধুমাত্র আমার অস্তিত্বের প্রতিই বিশ্বাস জন্মে না বরং আমার সর্বশক্তিমান হবার বিষয়েও সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। আল্লাহ্ তা'লা যখন শোনেন, তখন (তিনি) সাড়াও দেন। আমাদের 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স' বিভাগ বিগত কয়েক বছর ধরে 'গড সামিট'-এর আয়োজন করছে। বিভিন্ন সময়ে তারা এর আয়োজন করেছে এবং এ বছরও করেছে। (এতে) লোকেরা তাদের দোয়া গৃহীত হবার গল্প শোনায়, বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া শুনেছেন এবং কীভাবে তাদের দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু শর্ত হলো, তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উচিত (নিজেদের মাঝে) তাকওয়া ও খোদাভীতির এমন অবস্থা সৃষ্টি করা, যেন আমি তাদের আহ্বান শুনতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাকওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করো, খোদাভীতি সৃষ্টি করো যেন তাদের ডাক শুনতে পাই। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তো এটি বলেন, তাকওয়ার অবস্থা এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করো, তবেই আমি শুনব। এমনিতেই শুনব না। এখন আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের আকুতি শোনানোর জন্য (নিজেদের মাঝে) তাকওয়া ও খোদাভীতির এই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আমার ওপর ঈমান আনা জরুরি। [তিনি (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন।] আর তার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আছেন আর তিনি সকল শক্তির আধার। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়। এখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এটাও বলছেন: **فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي** অর্থাৎ তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় আর আমার ওপর ঈমান আনে। এই কথাগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা প্রকৃত মুমিন এবং প্রকৃত বান্দা। [আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের উদ্দেশ্য করে একথা বলছেন যারা সত্যিকার অর্থে মুমিন, প্রকৃত বান্দা।] যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, মাঝে মাঝে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়, তখন সে আল্লাহ্র নৈকট্যবর্তী হয়ে নিজ ঈমান দৃঢ় করে। আর যখন এই অবস্থা হবে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লাই সেই মহান অস্তিত্ব যিনি সকল শক্তির অধিকারী, তখন ঈমানেও উন্নত হতে থাকবে। যখন তিনি দেখবেন, আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য এত চেষ্টা করছে, তখন তিনি নিজ

বান্দার ঈমানে উন্নতি দেবেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়। তার যখন এমন অবস্থা হবে তখন আল্লাহ্ তার দোয়াও শুনবেন আর সে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত পরিচয়ও জানতে পারবে। অথবা যদি কোনো দোয়া আল্লাহ্ না-ও শোনেন তাহলে হৃদয়ে এমন প্রশান্তি দান করবেন যে, 'আল্লাহ্ আমার দোয়া শোনেন নি'– এমন কথা মানুষ কখনো চিন্তাও করবে না। সে ভাববে, আল্লাহ্ অন্য কোনোভাবে আমার যা যা প্রয়োজন তা পূর্ণ করে দেবেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদাভীতি থাকতে হবে; যদি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করো এবং মানুষের অধিকার আদায় করো তাহলে এটাই প্রকৃত খোদাভীতি। এরপর আল্লাহ্ পুনরায় বলেন, আমি তোমার দোয়া শুনব। আর মানুষের ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি করতে থাকা উচিত। প্রথমত তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হবে, এরপর তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি করতে থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হতে থাকবে। এরপর পবিত্র কুরআন বলে, الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ অর্থাৎ অদৃশ্যে ঈমান আনা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতের অত্যন্ত নিগূঢ় ব্যাখ্যা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন, গায়েব আল্লাহ্ তা'লার একটি নাম। তিনি বলেন, সকল দোয়ার আগে এই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, খোদা আছেন আর তিনি সকল গুণের আধার, তিনি সকল শক্তির আধার। যখন এই বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্র পানে অগ্রসর হবে, তাঁর সমীপে অবনত হবে, তাঁর কাছে দোয়া করবে, তখন তুমি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্কে জানতে পারবে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে এবং দোয়া কবুল হবার নিদর্শন দেখতে পাবে। কতিপয় মানুষ আল্লাহ্র কৃপায় (নিদর্শন) দেখতে পায়, কিছু ঘটনাও বর্ণনা করে। যেভাবে আমি বলেছি, গড সামিট অনুষ্ঠানে কিছু মানুষ বর্ণনা করেছে, আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমানে দৃঢ়তা লাভ হয়। কেবল মুখের এ কথা যথেষ্ট নয়– 'আমরা আল্লাহ্র সত্তায় পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখি', যদি না এর সাথে সাথে তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করে। যেভাবে রমযানে এখন নামায পড়া হচ্ছে তেমনি পুরো বছর পড়ার চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে আজকাল মসজিদ আবাদ করা হচ্ছে এভাবেই সর্বদা মসজিদ আবাদ থাকা উচিত। আল্লাহ্র কৃপায় আহমদীরা নামাযের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী, কিন্তু এখনও যাদের মাঝে দুর্বলতা আছে তাদের নিজ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর আমরা যেন এই রমযানকে এমন রমযান বানানোর প্রতি মনোযোগ দেই যা আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করবে, আমাদের আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করাবে যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যাই, তাঁর কথা মান্যকারী হই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়াও কবুল করবেন।

অতএব রমযানে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, আমরা যেন আমাদের ইবাদতকে জীবন্ত করি আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে যেন দোয়াও করি, 'হে আল্লাহ্! আমাদের এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার তৌফিক দাও।' এরপর এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। অতএব যখন এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হবে আর আমরা আমাদের সকল শক্তি এ কাজে ব্যবহার করব তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার সাথে এতটা নৈকট্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যার ফলে খোদা তা'লা আমাদের বন্ধুতে পরিণত হবেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, 'আমি তাদের বন্ধু হয়ে যাই যারা আমার নির্দেশ পালন করে।' এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে, তার জন্য যেন রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো শান্তি

ও কল্যাণ কামনা করা। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, দোয়া সেই বিপদের বিরুদ্ধে কার্যকর যা ইতোমধ্যে এসেছে এবং যা এখনো আসে নি সেখানে উপকারী সাব্যস্ত হয়। অতএব হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, তোমরা দোয়া অবলম্বন করো। বিপদাপদ বা সমস্যা তো কেবল রমযানেই আসে না, বরং বিভিন্ন সময় বিপদাপদ আসতেই থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা কেবল এই দিনগুলোতেই দোয়া করবে না অথবা এ বিপদাবলি যখন দূর করার প্রয়োজন হয় কেবল তখন দোয়া করো না; বরং মহানবী (সা.) বলেন, দোয়া যে বিপদাপদ এখনো আসে নি এবং সেই বিপদাপদ যা যে-কোনো সময় আসতে পারে– সেগুলো থেকেও রক্ষা করে। তাই তোমরা সদা দোয়ায় লেগে থাকো। আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষার চাদরের মাঝে থাকার চেষ্টা করো। ইতোমধ্যে যে বিপদাপদ এসেছে, আল্লাহ্ তা থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি দান করতে থাকুন। আর আগামীতেও যদি কোনো বিপদ আসার থাকে, (আল্লাহ্ ভালো জানেন,) আল্লাহ্ তা'লা ঐসব বিপদাবলি দূর করে দিন, আর সর্বদা কল্যাণ দান করতে থাকুন। এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, তখনই কাউকে প্রকৃত মুমিন বলা যেতে পারে; এদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা মুমিনের গণ্ডিভুক্ত করেছেন। অতএব দোয়ার মাঝে যখন তুমি সৎকর্মের পথ প্রার্থনা করবে, সেক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বলেন, বিগত বিপদাপদ থেকেও সুরক্ষার উপকরণ সৃষ্টি হবে আর ভবিষ্যতের বিপদ থেকেও রক্ষা পেতে থাকবে।

সুতরাং রহমতের এই দরজা খোলার জন্য আমাদের স্থায়ীভাবে নিজেদের জীবনে সেই বিপ্লব তৈরি করতে হবে যেন খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক অটুট থাকে। আমাদের সুখ-দুঃখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও কাঠিন্য– সর্বাবস্থায় যেন খোদা তা'লার কৃপা আমরা কামনা করতে থাকি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো; কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দেবো; কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।

অতএব এটি রমযানের সাথে শর্তযুক্ত নয় বরং এখানে সাধারণ সময়ের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যখনই আমার কোনো বান্দা রাতের তৃতীয় প্রহরে আমার নিকট চায়, তখন আমি তাকে দান করি, আমি তার কথার উত্তর দেই (তথা দোয়া কবুল করি)। সুতরাং রমযানে খোদা তা'লা এমন একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন যখন সকল মানুষের ইবাদতের দিকে অধিক মনোযোগ থাকে। তাই তোমরাও যদি এই দিনগুলোতে মনোযোগী হও তাহলে তোমাদের মাঝেও এই পুণ্যের অভ্যাস তৈরি হবে। আর যখন এই এক মাসে তোমাদের অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন একে জীবনের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করবে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি চায়– আল্লাহ্ তা'লা কষ্টের সময় তার দোয়া কবুল করুন– তার উচিত, প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও অধিক হারে দোয়া করা। পূর্বেও এ বিষয়ে হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অতএব এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক সার্বক্ষণিক থাকা দরকার। কেবল দুঃখকষ্ট, অস্থিরতা এবং কঠিন অবস্থায় আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমান হলে চলবে না এবং আহাজারি করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বন্ধু হবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের বন্ধু বানানোর

জন্য আমাদের ধারাবাহিকভাবে তাঁর দরবারে বিনত হতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, সাধারণ অবস্থাতেও অধ্যবসায়ের সাথে মনোযোগ দেওয়া উচিত। হাদীসও এটাই বলছে, শুধুমাত্র কষ্ট ও প্রয়োজনের সময়েই আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকা উচিত নয়, বরং সর্বদা ডাকতে হবে। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি বান্দার অনুমান অনুযায়ী ব্যবহার করি। যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে আমি সেসময় তার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে নিজ অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে নিজ অন্তরে স্মরণ করব। যদি সে আমার স্মরণ সভায় করে তাহলে আমি তার স্মরণ এর চেয়ে ভালো সভায় করব। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।

অতএব, প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত, নিজেকে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে ব্যাপৃত রাখি। আর এই চেষ্টাও করা উচিত যেন আমাদের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক কর্ম আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসরকারী হয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এমন হয় যা আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়। যেন আল্লাহ্ তা'লা দৌড়ে আমাদের দিকে আসেন এবং আমাদেরকে নিজের ভালোবাসার চাদরে আবৃত করেন। আর আমাদের প্রয়োজনসমূহও পূর্ণ করেন। দুঃখকষ্ট, অসচ্ছলতা ও সচ্ছলতা– সর্বাবস্থায় আমরা যেন আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস হয়েই থাকি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যুন-নূন অর্থাৎ হযরত ইউনূস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়া করেছিলেন সেটি ছিল, لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ। তিনি (সা.) বলেন, যে মুসলমান এই দোয়াটি কোনো বিপদের সময় পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সেই দোয়া গ্রহণ করবেন।

সুতরাং এটিও মহানবী (সা.)-এর আমাদের প্রতি অনুগ্রহ যে, আমাদেরকে সাথে সাথেই সেসব দোয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, কেননা দুর্বলতা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হয়। অনেক সময় মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করে না, কিন্তু তবুও আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের প্রতি কৃপালু। আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদেরকে দোয়া শিখিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে যে বিভিন্ন দোয়াসমূহ শেখানো হয়েছে সেগুলো কী কারণে শেখানো হয়েছে? আল্লাহ্ তা'লা কেন সেগুলোর উল্লেখ করেছেন নবীদের দোয়ার সাথে? আল্লাহ্ তা'লা এসব দোয়া এজন্য আমাদের শিখিয়েছেন যেন আমরা যদি এগুলো করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার শেখানো এসব দোয়া– সেগুলো আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কথা সেটাই, প্রথমে আমাদেরকে তাঁর অধিকার আদায় করতে হবে। 'ফালইয়াসতাজিবু লী' আদেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আমার কথায় লাব্বায়েক বলো, আমার কথা শোনো এবং নিজের ঈমানকে দৃঢ় করো।

সুতরাং আমরা নিজেরাই আত্মবিশ্লেষণ করতে পারি, আমরা কতটুকু আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলি। হযরত ইউনূস (আ.)-এর দোয়া যা আমি এইমাত্র পড়লাম, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

এর মাধ্যমে একটি শিক্ষা পাওয়া যায়। তা হলো, তকদীর বা ভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা বদলে দেন। কান্নাকাটি ও দানসদকা উপস্থাপন– যা হযরত ইউনূস (আ.)-এর জাতির ঘটনায় করা হয়েছিল, (যার উল্লেখ তাদের ঘটনায় রয়েছে)– দোষী বা অপরাধী ব্যক্তির শাস্তিও

বাতিল করে দেয়। দোষ প্রমাণিত হয়েছে, শাস্তির সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে– তবুও দোয়া সেটি বাতিল করে দেয়। কিছু লোক এমন রয়েছে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, (তারা বলে,) যখন আল্লাহ্ তা'লা তকদীরে এটি লিখে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা জানেন এটা ঘটবে– তাহলে আমাদের দোয়া করার কী প্রয়োজন, আমাদের তাহলে পুণ্য করার কী প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তো এই দোয়া শিখিয়েছেন এবং হযরত ইউনূসের (আ.) ঘটনা বর্ণনা করে (আল্লাহ্ তা'লা) এই প্রমাণও দিয়ে দিয়েছেন, তকদীরের সিদ্ধান্ত যা আমারই সিদ্ধান্ত– আমি তা পরিবর্তন করে দেই। তোমরা যদি কান্নাকাটি করো, আর তোমাদের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে সঠিক থাকে এবং তোমরা সৎকর্ম করতে আরম্ভ করো ও মন্দকর্ম হতে বিরত থাকো, আর আল্লাহ্‌র দরবারে নতজানু হয়ে, কাকুতিমিনতি করে কান্নাকাটি করো; (এসব অবস্থা বর্ণনা করে) তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ কথা বুঝাতে চাই যে, যারা বিপদ অবতীর্ণ হবার সময় দোয়া করে, ইস্তেগফার করে এবং সদকা দেয়– আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং ঐশী শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

তিনি এ কথাই বলেছেন, বিপদাবলি নিপতিত হলেও যদি তোমাদের দোয়া অন্তরের অন্তস্তল থেকে করা হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইস্তেগফার সত্যিকার অর্থে হয়ে থাকে– তবে আল্লাহ্ তা'লা এতটাই ক্ষমাশীল যে, তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে নেবেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার এ কথাকে গল্প বলে শ্রবণ করো না। আমি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য বলছি, নিজেদের অবস্থার পর্যালোচনা করো, নিজেও দোয়া করো ও নিজের বন্ধুদেরকেও দোয়া করতে বলো। ঐশী শাস্তি ও বিপদাবলির ক্ষেত্রে ইস্তেগফার বর্মের কাজ করে। অনেক বেশি ইস্তেগফার করো। এটি এক বর্ম। অর্থাৎ এটি তোমাদের জন্য বর্মস্বরূপ। ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। [এর পূর্বে আমি দোয়ার তাহরীক করেছিলাম; সেখানেও ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।] তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফার হলো একটি বর্ম। তিনি বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন (আনফাল ৩৪)। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ কেন তোমাদেরকে আযাব দেবেন? যারা ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেন না। তবে সেটি প্রকৃত ইস্তেগফার হতে হবে। এই জন্য বলেছেন, তোমরা যদি ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে চাও তবে অনেক বেশি ইস্তেগফার করো। অতএব এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন, আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে চাও তবে অধিক হারে ইস্তেগফার করো। এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ অনেক লজ্জাশীল, তিনি সম্মানিত এবং দাতা। বান্দা যখন তাঁর সামনে দুহাত ওঠায় তখন তাঁর বান্দাকে খালি হাতে ও বিফল অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন। অর্থাৎ অন্তরের অন্তস্তল থেকে করা দোয়াকে তিনি ফিরিয়ে দেন না, বরং সেটিকে তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমরা যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে দোয়া করি। অতীতের ভুলত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। আগামীতে যেন আমরা পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি সে জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য কামনা করতে থাকি এবং এতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চেষ্টা করি। রমযানে এর জন্য যেন আমরা চেষ্টা করি ও

দোয়াও করি এবং রমযানের পরও চেষ্টা করতে থাকি। এরপর দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আমাদের দিকে ছুটে আসেন এবং কীভাবে আমাদেরকে নিজ কোলে তুলে নেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কিতাবে ভালো ও মন্দ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে এবং এদেরকে পৃথক পৃথক অবস্থানে দাঁড় করানো হয়েছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রাকৃতিক বিধানে এই দুধরনের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন আল্লাহ্ তা'লাকে কল্যাণের উৎস মনে করে নিজ ব্যবহারিক অবস্থা দিয়ে ও মৌখিকভাবে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর থেকে সামর্থ্য ও সাহায্য কামনা করে। আর অন্যজন কেবল নিজ পরিকল্পনা ও সাহায্যের ওপর ভরসা করে এবং দোয়াকে এক হাস্যকর বিষয় মনে করে। বরং আল্লাহ্ তা'লার থেকে বিমুখ ও অহংকারে লিপ্ত থাকে। যে ব্যক্তি সমস্যা ও বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে এবং সে তাঁর কাছ থেকে এর থেকে পরিত্রাণ চায়, যদি সে দোয়াকে পূর্ণতা দেয়; [অর্থাৎ শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন যে, দোয়াকে পূর্ণতা প্রদান করতে হবে,] তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রকৃত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করে। আর সে যদি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু না-ও পায় তবুও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অন্য কোনো সান্ত্বনা ও প্রশান্তি লাভ করে। আর বলেন, সে কখনো বিফল হয় না এবং সফলতা ছাড়াও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

এখন আমরা যদি এসব বিষয় লক্ষ করি যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিজে পুণ্যবান ও পাপীর মাঝে পার্থক্য এটিই নিরূপণ করে রেখেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে কল্যাণের আধার মনে করা; [অর্থাৎ পুণ্যবান ও পাপীর পার্থক্য]। যে ব্যক্তি পুণ্যবান সে আল্লাহ্কে কল্যাণের আধার মনে করে, সকল কল্যাণের উৎস আল্লাহ্ তা'লাকে মনে করে। সে বিশ্বাস করে, সকল কল্যাণ আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকেই লাভ হয়। আর তাঁর কাছে যে শক্তি যাচনা করে, সে নির্ঘাত মুমিন। একজন অহংকারী এমন অবস্থায় থাকে না। সে মনে করে, আমি জাগতিক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন করে ফেলব। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাও এমন বান্দাদেরকে কোনো না কোনো সময় পাকড়াও করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, তিনি (সা.) যখনই কোনো সভা-বৈঠক থেকে উঠে যেতেন তখন তিনি (সা.) এই দোয়া করতেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাঝে তোমার ভয় সৃষ্টি করো যেন আমাদের এবং পাপের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। আর আমাদের দ্বারা যেন তোমার অবাধ্যতা সংঘটিত না হয়, এবং আমাদেরকে আনুগত্যের সেই মানে উপনীত করো যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে জান্নাতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারো। আর আমাদেরকে এতটা দৃঢ়তা প্রদান করো যার দ্বারা জাগতিক সমস্যাবলি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। হে আমার আল্লাহ্! আমাদেরকে স্বীয় কান, চোখ এবং অন্যান্য শক্তিনিচয়ের মাধ্যমে জীবনভর কল্যাণমণ্ডিত হবার তৌফিক দান করো আর আমাদেরকে সেই কল্যাণের উত্তরসূরি করো। আর যারা আমাদের ওপর অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো আর যারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। আর ধর্মকে যে–কোনো ধরনের পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচাও। আর এমন অবস্থা করো, যেন আমাদের সবচেয়ে বড়ো চিন্তাভাবনা এই দুনিয়া না হয় এবং আমাদের জ্ঞানের পরিধি যেন দুনিয়া না হয়। [অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা যেন কেবল দুনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত না থাকে; আমাদের দুঃখকষ্ট যেন শুধু এ দুনিয়া না হয়।] আর তিনি (সা.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে আমাদের ওপর শাসক বানিও না যে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করে এবং দয়ার আচরণ প্রদর্শন না করে।

অতএব এই দোয়া সর্বদা মনে রাখা উচিত। তিনি (সা.) কত আবেগ নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করেছেন! এটি অনেক বড়ো পূর্ণাঙ্গীন দোয়া– যা মহানবী (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। অতএব আমরাও আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করি, যেন আমাদের সকল শক্তিনিচয়, আমাদের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, মস্তিষ্ক, হৃদয় প্রতিটি জিনিসকে আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণমণ্ডিত করেন। আর আমাদের প্রতিটি অঙ্গ যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর আমরা যেন তাঁর পুরস্কারের ভাগীদার হই এবং আমাদেরকে যেন আল্লাহ্ তা'লাই অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আর বর্তমানে পৃথিবীর কোনো কোনো স্থানে যে অবস্থা, পাকিস্তানেও, অন্যান্য স্থানেও, বাংলাদেশেও এবং অন্যান্য স্থানে ও দেশেও, আলজেরিয়া প্রভৃতি স্থানে, আরো কিছু জায়গা রয়েছে, আফ্রিকার দেশসমূহ রয়েছে– কিছু সন্ত্রাসী দল করায়ত্ত করে রেখেছে কিংবা সেসব দলের পক্ষ থেকে আক্রমণ হয়ে থাকে; আর সরকারও এসব দলের কথা ভয়ে ভয়ে মেনে নেয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করা উচিত, আমাদেরকে অত্যাচারীদের হাত থেকে পরিত্রাণ দাও, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করো এবং যারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। আর এভাবে যখন আমরা রমযানে দোয়া করব তখন আল্লাহ্ তা'লা এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পাবো, তারা পাকিস্তানের মৌলভীই হোক কিংবা শক্তিধর মানুষ বা অন্য কোনো সরকারের কোনো শক্তিধর মানুষ হোক– তারা কখনোই আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমরা যদি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে অবনত হই তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন; ওলী এবং বন্ধু হবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কৃপা লাভের সর্বাধিক সহজ পদ্ধতি হলো দোয়া আর দোয়ার পূরণের শর্তাবলি হলো, এতে ক্রন্দন, ব্যাকুলতা ও আবেগ থাকবে, একপ্রকার বিনয় ও অস্থিরতা থাকবে। তিনি বলেন, যে দোয়া বিনয়, ব্যাকুলতা, ভগ্ন হৃদয়ে করা হয় তা খোদা তা'লার কৃপাকে আকৃষ্ট করে এবং গৃহীত হয়ে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এটিও খোদা তা'লার কৃপা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়; আর এর প্রতিকার হলো, দোয়া করে যেতে হবে। মানুষ যেমনই হতাশাগ্রস্ত ও বিষণ্ন হোক না কেন– ক্লান্ত হওয়া যাবে না। দোয়ায় স্বাদ লাভ হোক বা না হোক– এ দোয়া করতে থাকো, 'হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই।' আল্লাহ্কে এটিই বলতে হবে যে, আমাদের কোনো আশ্রয়স্থল নাই। আমি আর কারো কাছে যেতে পারি না আর যাবও না। আমি তোমার দরবারেই বসে থাকব, আর আমার হৃদয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তি পাবে না যতক্ষণ না তুমি আমার দোয়া কবুল করবে। তিনি বলেন, কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা যা-ই হোক না কেন– এভাবেই দোয়া করতে থাকো। অতঃপর এভাবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, এক সময় সেই কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা প্রকৃত দোয়ার রূপধারণ করবে।

তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অর্থে দোয়া করার জন্যও দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, অনেক লোক দোয়া করে ক্লান্ত হয়ে যায় আর বলে দেয়, এর ফলে কিছুই হয় না। তিনি বলেন, আমার উপদেশ হলো, এ বিলীনতার মাঝেই কল্যাণ নিহিত, কেননা এর মাধ্যমেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। যে লক্ষ্য অর্জন করতে হবে, যে মণিমুক্তা আহরণ করতে চাও– এ থেকেই আহরণ করতে হবে। স্বর্ণ আহরণকারী জানে, কোন পদ্ধতিতে তা খুঁজে পাওয়া যাবে। নদীর পাড়ে বসে বসে ছাঁকনি দ্বারা কেজির পর কেজি, এমনকি মণের সমপরিমাণ মাটি ছাঁকতে থাকে। এরপর সামান্য স্বর্ণ, এক তোলা কিংবা তার চেয়েও কম

স্বর্ণ পেয়ে সে খুশি হয়ে যায়। অথচ এর পেছনে কয়েক দিন পর্যন্ত লেগে যায়। সুতরাং এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অবনত থাকলে কল্যাণ লাভ করবে। তিনি বলেন, যেহেতু চূড়ান্ত লক্ষ্য তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয় আর এমন এক দিন আসে যখন তার হৃদয় জিহ্বার সাথে একীভূত হয়ে যায়, তখন সেই বিনয় ও বিগলন যা দোয়ার পূর্বশর্ত তা সৃষ্টি হয়ে যায়। আবেগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, যে রাতে জাগ্রত হয় তার অমনোযোগিতা আর অধৈর্য থাকা সত্ত্বেও কিংবা দ্রুততার সাথে নামায আদায় করলেও যদি সে এরূপ অবস্থায় দোয়া করে, 'হে আল্লাহ্! আমার হৃদয় তোমার অধীনস্থ, তাই একে পরিচ্ছন্ন করো'; আর আধ্যাত্মিকতার সর্বনিম্ন স্তরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রশস্ততা ও মুক্তি চায়, তাহলে তাকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। যে হতাশামূলক অবস্থা রয়েছে সেখান থেকেও আল্লাহ্ তা'লা এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করবেন যার ফলে মনোযোগ সৃষ্টি হতে শুরু করবে আর আত্মার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হয়ে যাবে এবং আবেগ সৃষ্টি হবে। দম বন্ধ হবার অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে এবং দোয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকেই কেবল মনোযোগ সৃষ্টি হবে না, বরং হৃদয় থেকে দোয়া উৎসারিত হতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, এটিই সেই সময় যাকে কবুলিয়তের মুহূর্ত বলা হয়ে থাকে। যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন বুঝে নেবে, দোয়া কবুলিয়তের মুহূর্ত এটিই। সে দেখবে, সেই সময় রূহ খোদার দ্বারপ্রান্তে পানির ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে আর মনে হবে যেন এটি এমন এক জলাধার যা ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে আসছে। সুতরাং এমতাবস্থায় যখন আবেগ সৃষ্টি হয় আর এরপর মানুষ যখন স্থায়ীভাবে প্রচেষ্টা করতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি করেন আর দোয়া কবুল হতে থাকে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, সেই মহান খোদা যাঁর দিকে আমরা আহ্বান করি, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময়, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও দুর্বলদের প্রতি অনুকম্পাশীল। অতএব তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও এবং সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দোয়া করো, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দুনিয়ার হইচই থেকে দূরে সরে যাও এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে ধর্মের রং দিও না। আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হও, পরাজয় মেনে নাও, তাহলে তোমরা বড়ো বড়ো বিজয়ের উত্তরাধিকারী হবে।

তিনি বলেন, ছোটো ছোটো বিষয়েও, এমনকি জাগতিক বিষয়েও নিজেকে সংযত রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা জরুরি। মানুষের প্রাপ্য আদায়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হতে হবে, বন্ধুদের প্রাপ্য আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে আর তখনই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে এবং দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শনও মানুষ প্রত্যক্ষ করবে।

তিনি বলেন, দোয়ার প্রথম নেয়ামত হলো, মানুষের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। দোয়া কবুল হবার জন্য একান্ত আবশ্যক হলো, একজন ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আসুক। এটি কেবল রমযানেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং স্থায়ীভাবে এই পবিত্র পরিবর্তন থাকতে হবে। তখনই দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার প্রভাব ব্যক্তির জীবনে প্রকাশ পাবে।

তিনি আরো বলেন, এই পরিবর্তনের ফলে আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর গুণাবলি প্রকাশ করেন। যদিও আল্লাহ্র গুণাবলি অপরিবর্তনীয়, তবে পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য আলাদা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর অর্থ এমনটি নয় যে, আল্লাহ্র গুণাবলি বদলে যায়; বরং তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের গুণাবলিকে সক্রিয় করেন এবং মানুষকে তা দ্বারা উপকৃত করেন।

তিনি বলেন, দুনিয়ার লোকেরা এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়। এমন অবস্থা যখন মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় আর সে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, তখন এমন অনুভূত হয় যেন আল্লাহ্ অন্য এক সত্তা হয়ে গেছেন। অথচ তিনি ভিন্ন কোনো আল্লাহ্ নন; তবে (সেই বান্দার জন্য) তাঁর নতুন জ্যোতির্বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন এই বিশেষ জ্যোতির্বিকাশের কল্যাণে আল্লাহ্ সেই পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য এমন কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না।

যারা বলে, যা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা-ই হবে; তাহলে দোয়া কীভাবে কার্যকর হবে? কীভাবে তা কবুল হবে? আল্লাহ্ বলেন, যদি কেউ আন্তরিকতা নিয়ে দোয়া করে, তাহলে তিনি তকদীর পরিবর্তন করে দেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে দেন। খারাপ পরিণতি ভালো পরিণতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অতএব দোয়ার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আর এই রমযানকে এমন রমযানে পরিণত করুন যেন তা দোয়া কবুল হবার রমযান হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টিকারী রমযান হয় আর এই পবিত্র পরিবর্তন আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সকল শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীর হাত থেকে রক্ষা করেন, সকল অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন এই রমযানকে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনার একটি মাধ্যম বানাতে পারি এবং এই পরিবর্তন আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)